বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা
তারিখ 09 AUG 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

028

ঢাকার নামী কলেজেই ভর্তির চাপ বেশিঃ একাধিক শিফট দরকার

॥ হাসান হাফিজ ॥

॥ দেশের সরকারী-বেসরকারী কলেজগুলোতে এইচএসসি-তে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পুরোদমে শুরু হবে। অবশ্য রাজধানীর দুয়েকটি বেসরকারী কলেজে ভর্তির লিখিত পরীক্ষা এর মধ্যেই নেয়া শেষ হয়ে যাবে।

সব কলেজে এইচএসসিতে ভর্তির কার্যক্রম আগামী ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে (জরিমানা ছাড়া) সম্পন্ন করতে হবে। ক্লাস শুরু করতে হবে ২৩শে সেপ্টেম্বর। এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি।

বোর্ড থেকে মার্কস সার্টিফি-

(৩–এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকার নামী কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

কেট ইস্যু হওয়ার আগেই নটরডেম ও হলিক্রস কলেজ ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নিচেছ।

ঢাকা কলেজে ভর্তির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা হবে ২০শে আগস্টের পর। উচচ মাধ্যমিক ক্লাসে তিন শাখায় মোট আসন সংখ্যা আট শ'। এর মধ্যে বিজ্ঞানে চার শ', মানবিক ও বাণিজ্যে দু'শ করে। বিজ্ঞান শাখায় কমপক্ষে ৬৫০, নম্বর, বাণিজ্যে ৫০০ নম্বর, মানবিক শাখায় ৪৫০ নম্বর যারা পেয়েছে, তারা ভর্তির জন্যে আবেদন করতে পারবে।

ঢাকা কলেজে ভর্তির চাপ এতো বেশি কেন? এ প্রশ্নের জবাবে ভাইস প্রিন্সিপাল মোতামিনুর রশীদ জানানঃ এই কলে-

(পাঁচের পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা
তারিখ 09 AUG 1989
পৃষ্ঠা 1 7

ঢাকার নামী কলেজেই

(১ম পৃঃ পর)

জের ঐতিহ্য, ভালো শিক্ষক, ভালো রেজাল্টের কারণে চারটি বোর্ডেরই মেধাবী ছাত্ররা এখানে জড়ো হয়।

শহরের অন্যান্য কয়েকটি কলেজেও পড়াশোনা খারাপ হয় না। অন্য সব কলেজে শিক্ষার মান উন্নয়নের ওপর তিনি জোর দেন।

সরকারী বদরুন্নেসা গার্লস কলেজ দু'চারদিনের মধ্যেই ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দেবে। এখানে ভর্তির যোগ্যতা যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ঢাকা কলেজের চাহিদার চেয়েও বেশি। বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির, আবেদন করতে রাজধানী থেকে পাস করা ছাত্রীদের ৭ শ' নম্বর, রাজধানীর বাইরের ছাত্রীদের ৭৫০ নম্বর পেতে হবে। বিজ্ঞান শাখায় আসন সংখ্যা চার শ'। মানবিক শাখায় ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকার ছাত্রীদের ৬ শ' ও বাইরের ছাত্রীদের ৬৫০ নম্বর পেতে হবে।

ভাইস প্রিন্সিপাল মিসেস হাজেরা নজরুল জানানঃ বদরুন্নেসা কলেজে মোট ছাত্রী পাঁচ হাজার। ভর্তিচছু ছাত্রীদের চাপ কমানোর জন্যে এবার বেশি নম্বর চাওয়া হয়েছে।

কলেজে কলেজে শিক্ষা মানের বৈষম্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হাতে গোণা কয়েকটি কলেজেই ভর্তির জন্যে প্রচন্ড ভিড় হয়। এটা দূর করার জন্যে অন্যান্য কলেজে শিক্ষার মান উন্নত করা দরকার। শিক্ষকদের মান, তাদের ইন সার্ভিস ট্রেনিং এবং কার্যকর ইন্সপেকশনের উপর তিনি জোর দেন।

বেসরকারী সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের প্রিন্সিপাল সৈয়দা শামসে আরা হোসেন বলেন, যেহেতু মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত, সে জন্যে ভর্তির ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব প্রতিবন্ধক তুলে দেয়ার পক্ষপাতী তারা। এই কলেজে মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় উত্তীর্ণ সবাই ভর্তির লিখিত পরীক্ষা দিতে পারবে। শুধু বিজ্ঞান শাখার ছাত্রীদের অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, একজন ছাত্রী ফার্স্ট ডিভিশন পায়নি বলে তার উচচশিক্ষার পথ রুদ্ধ করা উচিত নয়। প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের জন্যে লিখিত ভর্তি পরীক্ষা দরকার। কারণ, টাকা দিয়ে খাতা লেখানো, ভালো ডিভিশন পাওয়ার কথা তো সবারই জানা। তিনি জানানঃ তার কলেজে মোট আসন ৪৫০টি। গতবার টেস্ট দিয়েছিল ১৪ শ' ছাত্রী। অনেকে ভাল করা সত্ত্বেও ভর্তি করতে পারিনি। জায়গা, শ্রেণী কক্ষ বাড়ানো গেলে বেশি সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি করা যেত।

রাজধানী ঢাকায় উচচমাধ্যমিক শ্রেণী আছে এমন কলেজের সংখ্যা ৫২। এর মধ্যে সরকারী ৮টি। জগন্নাথ কলেজে উচচ মাধ্যমিক পড়ানো হয় না। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের চরিত্র ভিন্ন ধরনের। এই দুটি কলেজকে এ হিসাবে ধরা হয়নি।

কার্যত দেখা যায়, ভালো বলে চিহ্নিত গুটিকয় কলেজে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারে না। আবার বহু কলেজ পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী পায় না। একই শহরের সরকারী কলেজগুলোতেও শিক্ষার মানের পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঢাকা কলেজ ও কবি নজরুল কলেজ দুটিই সরকারী কলেজ—শিক্ষকরা সমান বেতন পান, সুযোগ-সুবিধাও একই রকম। কিন্তু দুই কলেজের ফল, ভর্তির চাপ কিন্তু এক রকম নয়—অনেক ফারাক। এই ব্যবধান কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়ার দাবী তুলেছেন অভিভাবক মহল। অন্যদিকে জায়গা, শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে ভালো কলেজে একাধিক শিফট চালু করা যেতে পারে।